ভাসের নাটকাবলীর আবিষ্কার :

ভাসের নাম বহু রচয়িতা করলেও দীর্ঘকাল ভাসের নাটকগুলি অনাবিষ্কৃত ছিল। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় টি. গণপতি শাস্ত্রী ত্রিবান্দ্রমে পদ্মনাভপুরম অঞ্চলের কাছাকাছি মনলিক্কর বা মনলিক্করনাথম্ মঠের পুঁথি থেকে মোট ১৩ খানি নাটক আবিষ্কার করেন। তালপাতার ঐ পুঁথিতে মোট ১০৫টি পাতা ছিল। মালয়ালম হরফে লেখা ঐ পুঁথিতে প্রতি পাতায় ১০টি করে লাইন ছিল। নাটকগুলিতে নাট্যকারের নাম নেই। কিন্তু যুক্তির সাহায্যে টি. গণপতি শাস্ত্রী এই নাটকগুলিকে ভাসের নাটক বলে চিহ্নিত করেছেন। ঐ পুঁথিতে মোট ১০খানি নাটক ছিল। পরে আরও তিনটি রূপক আবিষ্কৃত হয়।

বিষয়বস্তু অনুসারে ভাসের নাটকগুলি চার ধরনের—

(ক) রামায়ণ আশ্রিত নাটক—প্রতিমা ও অভিষেক।

(খ) মহাভারত আশ্রিত নাটক—কর্ণভার, উরুভঙ্গ, দূতবাক্য, দূতঘটোৎকচ, পঞ্চরাত্র ও মধ্যমব্যায়োগ।

মহাভারতের হরিবংশ অবলম্বনে রচিত নাটক—বালচরিত।

(গ) উদয়নবৃত্তান্ত আশ্রিত নাটক—স্বপ্নবাসবদত্তা ও প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ।

(ঘ) লোকবৃত্তান্ত আশ্রিত নাটক—অবিমারক ও চারুদত্ত।

ভাস সমস্যা :

টি. গণপতি শাস্ত্রীর আবিষ্কৃত নাটকগুলি নিয়ে বিতর্কের অন্ত নেই। নাটকগুলি সত্যই ভাসের রচনা কিনা সে-বিষয়ে সমস্যা রয়েছে। টি. গণপতি শাস্ত্রীর যুক্তিগুলি প্রথমে আমরা বিচার করতে পারি। তিনি যেসব যুক্তির ভিত্তিতে এই নাটকগুলিকে ভাসের রচনা বলেছেন তা হল—

Scanned by CamScanner

প্রথমত, সাধারণত নাটক শুরু হয় নান্দী শ্লোক দিয়ে। 'নান্দ্যন্তে সূত্রধারঃ' এই কথা দিয়ে সূত্রধার নান্দীপাঠ আরম্ভ করেন। কিন্তু ভাসের নাটকগুলি আরম্ভ হয়েছে 'নান্দ্যন্তে ততঃ প্রবিশতি সূত্রধারঃ'এই কথা দিয়ে। এরপরে মঙ্গল শ্লোক দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয়ত , কালিদাস ও তার পরের নাট্যকারদের নাটকে 'প্রস্তাবনা' শব্দের উল্লেখ আছে। কিন্তু, ভাসের নাটকগুলিতে প্রস্তাবনা শব্দের পরিবর্তে 'স্থাপনা' শব্দের উল্লেখ আছে।

তৃতীয়ত, শূদ্রক, কালিদাস এবং অন্যান্য নাট্যকারদের নাটকগুলিতে নাট্যকারদের নাম এবং নিজেদের রচনা-সম্পর্কে প্রশংসাবাক্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ভাসের নাটকগুলিতে স্থাপনা অংশের মধ্যে এমনকি নাট্যকার তার নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেননি।

চতুর্থত, সাধারণত কালিদাস প্রভৃতি নাট্যকারদের নাটকগুলি ভরতবাক্য-দ্বারা শেষ হয়। কিন্তু ভাসের নাটকগুলির মধ্যে অনেকগুলি শেষ হয়েছে রাজসিংহের প্রশস্তি দিয়ে। যেমন—

"ইমাং সাগরপর্যন্তাং হিমবদ্বিন্ধ্যমেখলাম্।
মহীমেকাপত্রাঙ্কাং রাজসিংহঃ প্রশাস্তু নঃ ।।"

পঞ্চমত, কালিদাস প্রভৃতি নাট্যকার নাট্যশাস্ত্রের নিয়ম মেনে নাটক রচনা করেছেন। কিন্তু ভাসের নাটকগুলিতে নাট্যশাস্ত্রের নিয়ম মানা হয় নি। প্রতিমা নাটকে মঞ্চে দশরথের মৃত্যু, উরুভঙ্গে দুর্যোধনের মৃত্যু, অভিষেক নাটকে বালির মৃত্যু এবং বালচরিত নাটকে বধদৃশ্য ও যুদ্ধ দেখানো হয়েছে যা নাট্যশাস্ত্র-বিরুদ্ধ।

ষষ্ঠত, ভাষাগত দিক দিয়ে ভাসের নাটকগুলি কালিদাসের থেকে প্রাচীন বলা চলে। এর প্রাকৃত ভাষা কালিদাসের পূর্বযুগের তা বেশ বোঝা যায়।

সপ্তমত, মঙ্গলাচরণের পর বেশ কয়েকটি নাটকের শুরু হয়েছে একই ভাবে। এই নাটকগুলিতে দেখা যায় 'এবমার্যমিশ্রান বিজ্ঞাপয়ামি', ' অয়ে কিং নু খলু ময়ি বিজ্ঞাপনব্যগ্রে শব্দ ইব শ্রূয়তে' ইত্যাদি একই শব্দাবলী।

অষ্টমত, ভাসের নাটকগুলিতে একই ধরনের নাম একাধিক নাটকে দেখা যায়। যেমন প্রতিমা নাটক, প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ ও স্বপ্নবাসবদত্তা নাটকের প্রতিহারীর নাম বিজয়া। প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ, উরুভঙ্গ ও পঞ্চরাত্র নাটকের কঞ্চুকীর নাম বাদরায়ণ। এগুলি একই লেখকের রচনা বলেই এই মিল দেখা যায়।

নবমত, ভাস পাণিনির ব্যাকরণের নিয়ম মানেন নি। তার নাটকে অপাণিনিয় শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন—অপৃচ্ছামি, রক্ষতে, ধরন্তে ইত্যাদি।

দশমত, ভাসের নাটকগুলিতে একই ধরনের শ্লোক একাধিক নাটকে পাওয়া যায়। প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ ও স্বপ্নবাসবদত্তা নাটকে 'ভরতানাং কুলে জাত' , প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ ও অভিষেক নাটকে 'ধর্মস্নেহান্তরে ন্যস্তা দুঃখিতাঃ খলুমাতরঃ' ইত্যাদি।

একাদশত, একই ধরনের-ক্ষুদ্র সংলাপ রচনা, পতাকাস্থান, নাট্যনির্দেশনা, কবিকল্পনা, সামাজিক অবস্থার চিত্র ভাসের নাটকগুলিতে দেখা যায়। অনেক নাটকেই ক্ষমতাচ্যুত নায়কগণ পুনরায় ক্ষমতা উদ্ধার করেছেন। এই নাটকগুলি থেকে নাট্যকারকে ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুগামী এবং বিষ্ণুভক্ত বলে মনে হয়।

উপরে দেয় যুক্তির ওপর ভিত্তি করেই টি. গণপতি শাস্ত্রী অনুমান করেছিলেন তার আবিষ্কৃত ১৩টি নাটকই অসাধারণ নাট্যপ্রতিভার অধিকারী ভাসের রচনা। এবিষয়ে তার

Scanned by CamScanner

কোনো সন্দেহ ছিল না এই ভাসের নামই বিভিন্ন সংস্কৃত কবি ও নাট্যকার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু টি. গণপতি শাস্ত্রীর যুক্তি অনেকে মানতে চাননি। তারা টি. গণপতি শাস্ত্রীর দেওয়া যুক্তির-বিরুদ্ধে নানা-যুক্তি দিয়েছেন। অনেকে বলেছেন, সবগুলি নাটকই যে ভাসের রচনা তা নয়। বিষয়টি আলোচনাযোগ্য।

টি. গণপতি শাস্ত্রীর বিরুদ্ধ-বাদীদের মধ্যে রয়েছেন—P. V. Kane, Kuhnan Raja, S. Levi, K. S. Sastri, A. C. Woolner প্রভৃতি। তাদের যুক্তিগুলি নিম্নরূপ—

প্রথমত, স্থাপনা অংশে নাট্যকারের নাম নেই। তাহলে, কিভাবে বলা যাবে এগুলি ভাসের রচনা।

দ্বিতীয়ত, দক্ষিণ ভারতের নাটকগুলিতে প্রস্তাবনার পরিবর্তে স্থাপনা শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। সুতরাং, ঐ যুক্তিটি নির্ভরযোগ্য নয়।

তৃতীয়ত, ভাসের নাটকগুলিতে যে সব অপাণিনিয় শব্দের প্রয়োগ আছে, তা যে লিপিকর প্রমাদের ফলে ঘটেনি, তা কে বলতে পারে? এর দ্বারা প্রমাণ হয় না যে, নাটকগুলি ভাসের রচনা।

চতুর্থত, একই ধরনের সূচনা, শেষাংশ, বাগ্‌ধারা, পদপ্রয়োগবিধি প্রভৃতি মিল একই লিপিকর বা নাট্য-নির্দেশক বা অভিনেতার দ্বারা সংযুক্ত হতে পারে। কোনো আলঙ্কারিক বা পরবর্তী কোনো গ্রন্থকার ভাসের স্বপ্নবাসবদত্তা নাটকের নাম উল্লেখ করেন নি। তাছাড়া অন্ততঃ ছ-জন নাট্যকার ঐ নামের নাটক রচনা করেন। সুতরাং ঐ নাটকটি অন্য কোনো রচয়িতার হতে পারে। এছাড়া স্বপ্নবাসবদত্তা নাটকে আলঙ্কারিকগণের দ্বারা উদ্ধৃত সমস্ত শ্লোক পাওয়া যায়নি।

টি. গণপতি শাস্ত্রীর মতের বিরুদ্ধ-বাদীরা নানা-যুক্তি প্রদর্শন করেছেন । এই বাদানুবাদ বা মতদ্বৈততাই সংস্কৃত সাহিত্যে ভাস সমস্যা নামে খ্যাত।

অনেকে আবার মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন সুশীলকুমার দে, সুকুমার সেন প্রভৃতি। তাদের মতামত নিম্নরূপ—

সুশীলকুমার দে মনে করেন, ভাসের নাটকগুলি রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের উদ্দেশ্যে অভিযোজিত হয়েছিল। প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ ও স্বপ্নবাসবদত্তা নাটক অবশ্যই ভাসের রচিত, কিন্তু রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনে এগুলি অভিযোজিত হয়েছে বলে, তিনি মনে করেন।

সুকুমার সেন মনে করেন, কেরলের পেশাদার নাট্য-সম্প্রদায় চক্‌কিয়ারদের দ্বারা ভাসের নাটকগুলির নানা সংযোজন বিয়োজন ঘটেছে। এই সম্প্রদায় পুরোনো নাটক কাটাই ছাঁটাই করে নিজেদের ছাঁচে ঢালাই করে নিতেন। তিনি মনে করেন, নাটকগুলি যে অবস্থায় পাওয়া যায়, তাতে সেগুলিকে খুব প্রাচীন মনে হয় না। সম্ভবত এগুলি অষ্টম-শতাব্দীর রচনা।

ভাসের নাটকগুলি নিয়ে প্রচুর মতান্তর রয়েছে। আমাদের মনে হয়, এই নাটকগুলি ভাসেরই রচনা। টি. গণপতি শাস্ত্রীর আবিষ্কৃত নাটকগুলির মধ্যে একটি হল স্বপ্ননাটক। আলঙ্কারিকগণ স্বপ্নবাসবদত্তা নাটকের উল্লেখ করেছেন। আলঙ্কারিকদের দ্বারা উৎকলিত কয়েকটি শ্লোক এই নাটকে রয়েছে।

Scanned by CamScanner

দ্বিতীয়ত, কোনো কোনো আলঙ্কারিক 'দরিদ্র চারুদত্ত' নামে একটি নাটকের উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত এটি ভাসের চারুদত্ত নাটককেই নির্দেশ করেছে।

তৃতীয়ত, বাণভট্ট তার 'হর্ষচরিতে' ভাসের নাটকগুলির প্রশংসা করেছেন—

'সূত্রধারকৃতারম্ভৈর্নাটকৈর্বহুভূমিকৈঃ।
সপতাকৈর্যশো লেভে ভাসো দেবকুলৈরিব।।"

অর্থাৎ, কেউ যেমন সূত্রধারের বা শিল্পীর কৌশল নির্মিত, বহুতল বিশিষ্ট-পতাকা সুশোভিত দেবভবন প্রতিষ্ঠা করে যশোলাভ করেন, সেরকম মহাকবি ভাসও বহু অঙ্ক-সমন্বিত, পতাকাযুক্ত নাটকগুলি রচনা করে খ্যাতিলাভ করেছেন।

ভাসের নাটকগুলির প্রায় প্রত্যেকটি আরম্ভ হয়েছে 'নান্দ্যন্তে ততঃ প্রবিশতি সূত্রধারঃ' এই কথা দিয়ে। এরপরে মঙ্গল শ্লোক দেওয়া হয়েছে। সূত্রধারের মুখে নান্দীবচন দিয়ে যেমন নাটক শুরু হয়েছে তেমনি এক বিষয়ের প্রসঙ্গে অনুরূপ বিষয়ের অবতারণার দ্বারা-অসংখ্য পারিভাষিক পতাকাও ব্যবহার করেছেন। বাণভট্ট ভাসের নাট্যবৈশিষ্ট্যের কথাই ইঙ্গিত করেছেন।

ভামহ, বামন, অভিনবগুপ্ত প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এমন একজনের নাটক থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন যিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। তাই তার নাম দেওয়ার প্রয়োজন হয়নি। এই সব নাটকগুলি একই লেখকের রচনা। স্বপ্নবাসবদত্তা ভাসের লেখা হলে অন্য নাটকগুলিকেও তার লেখা বলে স্বীকার করে নিতে হয়।

Scanned by CamScanner